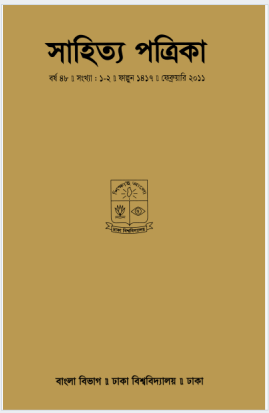

Vol. 48 | No. 1-2 | 2011

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

চিহ্ন সংবীক্ষণ : সোস্যুরীয় তত্ত্ববিশ্ব

Volume	48
Issue	1-2
Year	2011
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Hakim Arif
Published online	February 1, 2011
DOI	10.62328/sp.v48i1-2.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v48i1-2.2
Pages	২১-৩২
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

চিহ্ন সংবীক্ষণ : সোস্যুরীয় তত্ত্ববিশ্ব

Check for updates

হাকিম আরিফ*

আমরা চিহ্নাবদ্ধ। আমাদের যাপিত জীবনের প্রতিটি সংশ্রয় যুগপৎ চিহ্নঋদ্ধ ও চিহ্নশাসিত। চিহ্নের সঙ্গে আমাদের এই যুগলবাস ও আকণ্ঠ নিমজ্জন প্রকারান্তরে আমাদের নিজস্বতাকেই প্রকীর্তিত করে। সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য ও প্রাতিস্বিকতা নিয়ে আজকে দুনিয়াজোড়া যে সগর্ব উচ্চার, ঘর এবং ঘর বহির্ভূত পরিপার্শ্ব থেকে শুরু করে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংস্কৃতির যে ভিন্নমাত্রা আজ সুচিহ্নিত, তা মূলত চিহ্নঋদ্ধ সংশ্লিষ্ট সংশ্রয় বিষয়ের রূপভেদ মাত্র। চিহ্ন শনাক্তকরণ, বৈচিত্র্যময় রূপাবেশ অবলোকন এবং চিহ্নময়তার ধোঁয়াশা ও হেঁয়ালির অপনোদন-সম্পর্কিত অনুসন্ধিৎসা প্রকারান্তরে সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতি ও তার উপাদানসমূহের কাঠামোবাদী ব্যাখ্যা ও মূল্যায়নকে প্রমূর্ত করে। এ ক্ষেত্রে 'চিহ্ন' ধারণাটি তার প্রচলিত অর্থ-নির্মিতির খোলস ভেঙে বেরিয়ে নতুন অর্থভাবনায় পরিস্নাত হয় এবং সমাজ-সংস্কৃতির প্রতিটি উপাদান ও প্রপঞ্চই হয়ে ওঠে এক একটি ব্যাখ্যেয় চিহ্ন।

প্রচলিত 'চিহ্ন' ধারণাটিকে নতুন দার্শনিক ও বৌদ্ধিক অভিজ্ঞানে উন্নীত করে এর তত্ত্বভূমি বিনির্মাণ এবং 'চিহ্নতত্ত্ব' বা 'চিহ্নবিজ্ঞান'[১] নামক একটি বিদ্যায়তনিক শাস্ত্রের তাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অতলান্তিকের দুই পারের দুই বিদগ্ধ ও প্রাজ্ঞ দার্শনিক মনীষী যথা ফরাসীভাষী সুইস ভাষাতাত্ত্বিক ফের্দিন্য দ্য সোস্যুর এবং মার্কিন দার্শনিক চার্লস সেন্ডারস পার্স'র নাম স্মরণযোগ্য। প্রায় সমসাময়িক হলেও চিন্তাসূত্রে সোস্যুর (১৮৫৭-১৯১৩) এবং পার্স[২] (১৮৩৯-১৯১৪) চিহ্ন সম্পর্কে প্রায় দুই ভিন্ন জগৎ বিনির্মাণ করেন, যেখানে সোস্যুর চিহ্নকে ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যার পাশাপাশি সমাজ, ভাষা ও চিহ্নের সম্পর্ককে রূপায়িত করেছেন, সেখানে পার্স চিহ্ন বিষয়ে চয়ন করেছেন দর্শন ও গণিতের বিচিত্র সূত্রগত ব্যাখ্যামালা। পার্সের এই জটিল দার্শনিক অনুসন্ধিৎসা গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা ও আলোচনার অভিনিবেশ দাবী করে যা এই ক্ষুদ্র আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। তাই এ প্রবন্ধে সোস্যুরকে ইউরোপকেন্দ্রিক চিহ্নতত্ত্ব আলোচনার প্রধান পুরুষ হিসেবে বিবেচনার পাশাপাশি তাঁর চিহ্নতত্ত্ববিষয়ক বিচিত্র পরিভাষা ও ব্যাখ্যাকে বিশ্লেষণ করা হবে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ায় :

১. চিহ্ন ও চিহ্ন সংগঠন
২. চিহ্নের আর্বিত্রিক নীতি
৩. চিহ্নের অর্থময়তা বা তাৎপর্য

আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের জনক ও উদ্‌গাতা এবং আকরণবাদ (structuralism) নামক এক সর্বব্যাপী দার্শনিকতত্ত্বের আদিপুরুষ ফের্দিন্য দ্য সোস্যুর ভাষার সংগঠন বিশ্লেষণ সম্পর্কে ভাষা ও ভাষিক উপাদানসমূহকে চিহ্ন বিবেচনায় যে তত্ত্বীয় ধারণার

* সহযোগী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অবতারণা করেন তার মধ্যেই নিহিত আছে চিহ্নবিষয়ক শাস্ত্র চিহ্নতত্ত্বের (semiology) গোড়াপত্তনের মর্মবাণী। সোস্যুরের মতে, ভাষা নামক সিস্টেম জুড়ে রয়েছে চিহ্নের ছড়াছড়ি। তিনি বলেন—

> Language is a system of signs that express ideas, and is therefore comparable to a system of writing, the alphabet of deaf-mutes, symbolic rites, polite formulas, military signals, etc. But it is the most important of all these systems. (Saussure, 1960 : 16)

অর্থাৎ তাঁর বিবেচনায় ভাষা হচ্ছে চিহ্নসমূহের সংশ্রয় যা সমাজ অন্তর্গত অন্যান্য সিস্টেমের চিহ্ন যথা লিখন পদ্ধতি, বধিরদের বর্ণমালা, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতীকী অনুষ্ঠানসমূহ, সামরিক সংকেতাদি ইত্যাদির সঙ্গে তুলনীয় ও এসবের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তবে একই সঙ্গে সোস্যুর তাঁর চিহ্নভাবনাকে উপর্যুক্ত সামাজিক সিস্টেমের উপাদানের পাশাপাশি বিভিন্ন অনুষঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করে একে সর্বব্যাপী মহিমা দান করেন, যা নিম্নের উক্তিতে প্রণিধানযোগ্য :

> By studying rites, customs, etc. as signs, I believe that we shall throw new light on the facts and point up the need for including them in a science of semiology and explaining them by a laws. (Saussure, 1960 : 17)

চিহ্ন ও তার অর্ন্তগত উপাদান, এর স্বরূপ নির্ধারণ, চিহ্নের ভেতরকার কাঠামো উন্মোচন, অর্থময়তা বিচার, চিহ্নের সামাজিক সিস্টেমসমূহ বিশ্লেষণ ইত্যাদি নিয়েই গড়ে উঠেছে চিহ্নতত্ত্বের আওতা ও পরিসর। একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে চিহ্নতত্ত্বের ধরন ও রূপ নির্ধারণ এবং এর চর্চা ও পঠন-পাঠনের প্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গটি কাঠামোবাদী দার্শনিক ও ভাষাতাত্ত্বিক ফের্দিন্য দ্য সোস্যুর প্রথমে শনাক্ত করেন, যদিও semiology (চিহ্নতত্ত্ব) শব্দটি ফরাসি ভাষায় ১৭৫২ সাল থেকেই চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি পরিভাষারূপে ব্যবহৃত হয়েছে।[৩] সোস্যুর তাঁর *Course in General Linguistics* গ্রন্থে চিহ্নতত্ত্বের সংজ্ঞা হিসেবে বলেছেন— A science that studies the life of signs within society (Saussure, 1960 : 16)। অর্থাৎ 'সমাজ অর্ন্তগত চিহ্নসমূহের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণই হচ্ছে চিহ্নতত্ত্ব'; পাশাপাশি 'চিহ্নতত্ত্ব' বা semiology-কে 'চিহ্নের সুশৃঙ্খল বিচার' হিসেবেও গণ্য করা হয় (হোসেন, ২০০১ : ৫৩)। তাই চিহ্নের বিচার ও বিশ্লেষণনির্ভর শাস্ত্র চিহ্নতত্ত্বের বিচার্য বিষয় হলো : চিহ্ন ও সামাজিক চিহ্ন সিস্টেমের ব্যাকরণ নির্মাণ করা। এই ব্যাকরণের অর্ন্তভুক্ত হচ্ছে — চিহ্ন ও এর কাঠামোসমূহ নির্মাণকারী কাঠামোতত্ত্ব উপস্থাপন, বিভিন্ন চিহ্নের শ্রেণিগত ও অন্বয়গত সম্পর্কের সমন্বয়ে যে-সব সামাজিক সিস্টেম গড়ে উঠেছে তার স্বরূপ নির্ধারণ, সমাজ অন্তর্গত বিভিন্ন সরল ও জটিল চিহ্ন এবং একক ও সমবায়ী চিহ্নের সম্পর্ক ও স্বাতন্ত্র্য বিচার ইত্যাদি। সোস্যুর তাঁর গ্রন্থে এই শাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য ও মূলনীতি সম্পর্কে যে সংহত, পরিমিত ও চৌম্বক বর্ণনা দিয়েছেন তা যুগপৎ কালজয়ী ও অনুকরণীয়। চিহ্নের গাঠনিক উপাদান ও বৈশিষ্ট্যনির্ভর নিম্নোক্ত আলোচনার ভাবনালোকটি তারই আলোকে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

১. চিহ্ন ও চিহ্ন সংগঠন

'চিহ্ন' হচ্ছে চিহ্নতাত্ত্বিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। সে হিসেবে এটি চিহ্নতত্ত্বের একক হিসেবেও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। জীবন ও সংসারের প্রতিটি সিস্টেমের অভ্যন্তরস্থ উপাদানসমূহ 'চিহ্ন'র সংজ্ঞাভুক্ত হলেও সোস্যুর ভাষা সিস্টেমের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান 'শব্দ'কেই চিহ্নের মানক ধরেছেন। তাঁর প্রস্তাবিত চিহ্নতত্ত্বের প্রতিটি তাত্ত্বিক আলোচনার সূত্র বর্ণনা ও ব্যাখ্যায় 'ভাষা' ও 'শব্দ'ই নানাভাবে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। মূলত ভাষা সিস্টেম মানুষের জন্য আবশ্যিক এবং এর চর্চা ও পঠন প্রতিটি মানবসত্তার জন্য অবধারিত সত্য রূপে বিবেচিত। তাই ভাষার অন্যতম উপাদান 'শব্দ'কে চিহ্নতত্ত্বের মানক তথা 'চিহ্ন'রূপে মর্যাদা দান ও তার আলোচনার মাধ্যমে শাস্ত্র হিসেবে চিহ্নতত্ত্বের গ্রহণযোগ্যতা মানবগোষ্ঠীর কাছে সহজেই প্রতিষ্ঠিত হবে, এ বোধ ও প্রেরণা সোস্যুরের মধ্যে নিশ্চয় কাজ করেছিল। এতদ্ব্যতীত ভাষা সিস্টেমের যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং এর উপাদানসমূহের যে ব্যাখ্যাযোগ্য পরম্পরা, তা-ই আদর্শস্থানীয় হয়ে উঠেছে।

সোস্যুরের ব্যাখ্যায় ভাষার প্রতিটি শব্দই হচ্ছে এক একটি 'ভাষিক চিহ্ন' (linguistic sign)। আর একটি শব্দের চিহ্ন হিসেবে পরিগণিত হওয়ার জন্য প্রয়োজন দুটি যোগ্যতা বা ধারণার — যা প্রতিটি শব্দের মধ্যেই লক্ষ্যযোগ্য। এ দুটির সোস্যুরীয় অভিধা হচ্ছে— signifier এবং signified, বাংলায় 'দ্যোতক' ও 'দ্যোতিত'।[৪] সুতরাং প্রতিটি ভাষিক উপাদান বা শব্দের মধ্যে রয়েছে একটি 'দ্যোতক' ও একটি 'দ্যোতিতের' সংমিশ্রণ— যা প্রকারান্তরে শব্দটিকে চিহ্নের মর্যাদায় উন্নীত করেছে। অর্থাৎ প্রতিটি চিহ্ন হচ্ছে 'দ্যোতক ও দ্যোতিতের সমবায়' (আজাদ, ১৯৯৮ : ১৩৬)। এ ব্যাপারটিকে নিম্নে সোস্যুরীয় অঙ্কনে ব্যক্ত করা যেতে পারে—

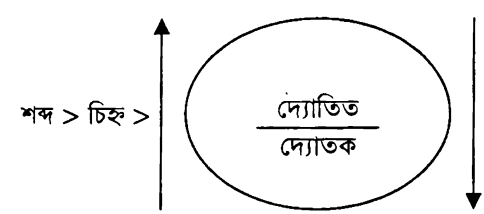

চিত্র : ১

এ পর্যায়ে আমাদের সোস্যুর-সৃষ্ট পরিভাষা দুটি অর্থাৎ 'দোতক' ও 'দ্যোতিত' — যাদের সমবায়ে একটি 'চিহ্ন' তৈরী হয়ে থাকে, সে-সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ এগুলোর সোস্যুরকৃত ব্যাখ্যা কী, বা পরবর্তীকালে তাঁর অনুসারী চিহ্নতাত্ত্বিকদের দ্বারা তাঁর ব্যাখ্যার কোনো পরিবর্ধন বা সম্প্রসারণ হয়েছে কি-না সে সম্পর্কে অবহিত হতে হবে, যদি আমরা সোস্যুরের চিহ্ন ও চিহ্নতত্ত্বের পরিপূর্ণ অবয়ব পেতে চাই। এ ক্ষেত্রে সোস্যুর তাঁর চিহ্ন-সম্পর্কিত এই দ্বৈত বা দ্বি-অংশী মডেলের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উদ্ভাবন করেছেন স্বসৃষ্ট বর্ণনা। সোস্যুরের কাছে কোনো বস্তুর দ্যোতিত (Signified [Signifié]) হচ্ছে বস্তুটি সম্পর্কে 'ধারণা' বা বোধ, প্রতীতি, উপলব্ধি ইত্যাদি। আর কোনো বস্তুর

দ্যোতকটি (Signifier [Signifiant]) হচ্ছে ঐ বস্তুটি সম্পর্কিত 'ধারণা'র 'ধ্বনিমূর্তি'। সোস্যুর তাঁর এই বর্ণনায় বস্তুর দ্যোতিত বা ধারণাটিকে তো নয়ই, বরং দ্যোতক বা ধ্বনিমূর্তিটিকেও বাস্তব রূপ দিতে চান নি ; উভয়েই তাঁর কাছে বস্তুর 'psychological entity' মাত্র। অর্থাৎ সোস্যুর বা কোনো ব্যক্তি যিনি একটি বস্তু বা ওই বস্তুর 'শব্দ'রূপী চিহ্নটি সম্পর্কে অবহিত হতে চান সেটি তাঁর মানসিক উপলব্ধি ও প্রচ্ছায়া মাত্র। সোস্যুর ব্যাপারটিকে নিজের উক্তিতে ব্যক্ত করেছেন এভাবে :

> I propose to retain the word sign [signe] to designate the whole and to replace concept and sound-image respectively by signified [signifié] and signifier [signifiant] :..... (Saussure, 1960 : 67)

আমরা বস্তুর 'দ্যোতক' এবং 'দ্যোতিত'-সম্পর্কিত উপরিউক্ত ব্যাখ্যাটিকে নিম্নোক্ত চিত্রে সংগ্রথিত করতে পারি এভাবে :

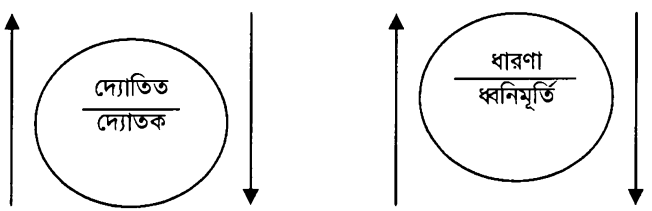

চিত্র : ২

সোস্যুর তাঁর বর্ণনায় 'দ্যোতিত' (signified) সম্পর্কে যখন বলেন যে 'এটি কোন বস্তু-সম্পর্কিত একটি ধারণা মাত্র', তখন এ বিষয়ের ব্যাখ্যায় আর কোন সংশয় থাকে না। কেননা এটি সোস্যুরকৃত psychological entity ev impression ব্যাপারটির সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যায়। কিন্তু একটি ধাঁধা তৈরি হয় তাঁর 'দ্যোতক' (signifier)-সম্পর্কিত ব্যাখ্যা ও বর্ণনা নিয়ে। কারণ দ্যোতক-সম্পর্কিত সোস্যুরের বর্ণনাটি আপাত গোলমেলে বলে প্রতিপন্ন হতে পারে। কেননা দ্যোতক সম্পর্কে একই সঙ্গে তিনি বলেন যে, এটি একটি 'ধ্বনিমূর্তি' (sound-image) ও 'মানসিক প্রচ্ছায়া' (psychological impression)। দ্যোতকটি যদি কোনো বস্তু-সম্পর্কিত ধ্বনিমূর্তি হয়, তাহলে একই সঙ্গে তা 'মানসিক প্রচ্ছায়া' হতে পারে কি ? আবার 'মানসিক প্রচ্ছায়া' বললে তার কি কোনো ধ্বনিমূর্তি থাকে ? কারণ "ধ্বনিমূর্তি" বা sound-image হলে সাধারণত তার একটি অবয়ব সংগঠন দাঁড়িয়েই যায়। আসলে এসব হেঁয়ালির উত্তর তিনি তাঁর *Course in General Linguistics* বইয়ে নিজেই তুলে ধরেছেন, যখন তিনি দ্যোতক ধারণাটির আরেকটু বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদান করেন এবং বলেন :

> The sound-image is sensory, and if I happen to call it 'material', it is only in that sense, and by way of opposing it to the other term of association, the concept, which is generally more abstract. (Saussure, 1960 : 66)

তাহলে 'sound-image' বা 'দ্যোতক' বিষয়টি আমাদের পঞ্চ-ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য একটি ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে। অধিকন্তু সোস্যুর এ সংক্রান্ত বর্ণনায় 'material' কথাটির ওপর জোর দিয়েছেন। ফলে দ্যোতকটি বস্তুর পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে। বস্তুত সোস্যুর তাঁর ভাষাতাত্ত্বিক চিহ্ন-সম্পর্কিত বর্ণনায় speech বা মৌখিক রীতির শব্দের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ফলে তাঁর বর্ণনায় দ্যোতকটি 'sound-image' বা ধ্বনিমূর্তি রূপেই মূর্ত হয়ে উঠেছে এবং তার মধ্যেই তিনি এক ধরনের বস্তুগত সত্তা আরোপ করেছেন।

সোস্যুরের এই 'দ্যোতক' ধারণাটি পরবর্তীকালে তাঁর অনুসারী চিহ্নতাত্ত্বিকদের ব্যাখ্যায় নতুন মাত্রায় উন্নীত হয় এবং এটি স্পর্শ, দেখা এবং স্বাদ গ্রহণের মতো একটি বস্তুতে পরিণত হয়। Danial Chandler এ বিষয়টিকে এভাবে রূপায়িত করেছেন –

> Nowadays, while the basic 'Saussurean' model is commonly adopted, it tends to be a more materialistic model than of Saussure himself. The signifier is now commonly interpreted as the material (or physical) form of the sign—it is something which can be seen, heard, touched, smelled or tasted. (Chandler, 2002 : 19)

এখন চিহ্নের 'দ্যোতক' ধারণাটির উপরিউক্ত পরিবর্ধিত ভাবনা ও সম্পূর্ণতাসূচক চিন্তার আলোকে আমরা নিম্নোক্ত চিত্রটি দাঁড় করাতে পারি—

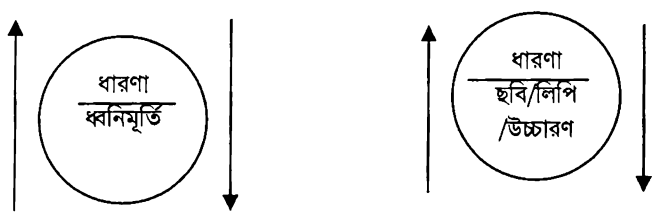

চিত্র : ৩

এ পর্যায়ে আমরা বাস্তব জীবনে বহুল ব্যবহৃত আমাদের পরিচিত একটি উপাদান বা বস্তু ও শব্দ 'বই'কে সোস্যুরের চিহ্ন ও এর সাংগঠনিক ব্যাখ্যার আলোকে উপস্থাপন করতে পারি। উল্লেখ্য, সোস্যুর তাঁর চিহ্ন ও এর উপাদানসমূহ যথা 'দ্যোতিত' ব্যাখ্যার জন্য 'গাছ'এর শরণাপন্ন হয়েছিলেন। পুনরাবৃত্তি এড়ানোর লক্ষ্যে আমরা 'বই'কে নির্বাচন করলাম। 'বই' একটি 'চিহ্ন'। কেননা 'বই' শব্দটিতে লুকিয়ে আছে দুটি সংগঠন, যথা— 'দ্যোতক' ও 'দ্যোতিত। অর্থাৎ 'বই' ব্যাপারটির মধ্যে আছে একটি 'ধ্বনিমূর্তি' ও একটি 'ধারণা', যখন আমরা বইকে নিয়ে ভাবি, চিন্তা করি বা কোনো বই দেখি। এখানে 'ধারণা' হচ্ছে — বই দেখলে বা বইয়ের কথা চিন্তা করলে তাৎক্ষণিকভাবে মাথার মধ্যে যা চলে আসে, তা-ই। আর 'ধ্বনিমূর্তি' বলতে সোস্যুরের মতানুসারে শুধু যে, 'sound-image' তা নয়, বরং তার চেয়ে বেশি যথা— বইয়ের ছবি, 'বই' লেখাটি অথবা বই শব্দটির উচ্চারণ ইত্যাদি। এ ব্যাপারটিকে নিম্নোক্ত চিত্রে রূপায়িত করা যায়—

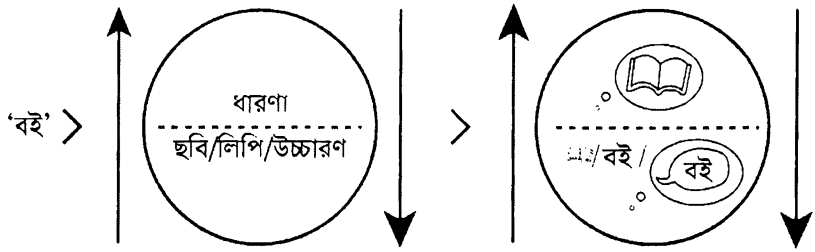

চিত্র[৫] : ৪

এই হচ্ছে ফের্দিন্য দ্য সোস্যুরের ভাষাতাত্ত্বিক চিহ্ন বা শব্দের চিহ্নতত্ত্বনির্ভর সাংগঠনিক বর্ণনার সারাৎসার। চিত্র ১ থেকে ৪, এই ক্রমপর্যায় যদি আমরা অবলোকন করি, তাহলেই সোস্যুরের চিহ্নের সাংগঠনিক বর্ণনার একটি পরিপূর্ণ প্রক্রিয়া লাভ করব। মূলত সোস্যুরকৃত ভাষাতাত্ত্বিক চিহ্ন তথা শব্দের এই সংগাঠনিক উপাদানগুলো সংশ্লিষ্ট শব্দের ভেতরকার সংগঠন — যা চিহ্ন ব্যবহারকারীর মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জন্ম লাভ করে। সংগত কারণে সোস্যুরীয় ঘরানার একজন শক্তিমান চিহ্নতাত্ত্বিক উমবার্তো ইকো সোস্যুরের এই 'দ্যোতক' ও 'দ্যোতিত'কে চিহ্নের 'অভ্যন্তর সংগঠন' (inner structure) রূপে অভিহিত করেছেন (Eco, 1986 : 14)

সোস্যুর তাঁর চিহ্ন সংগঠন অর্থাৎ দ্যোতক ও দ্যোতিত বর্ণনা করতে গিয়ে বৃত্তের অভ্যন্তরীণ দ্যোতক ও দ্যোতিতের মধ্যকার 'বার' (bar) বা 'ব্যবধান মাত্রা' এবং বৃত্তের বহিস্থ দুটি বিপরীতমুখী তীর চিহ্ন, যেগুলি আমরা উপর্যুক্ত চিত্রসমূহে ব্যবহার করেছি, প্রয়োগ করেছেন। যেহেতু এগুলির ব্যবহারের কারণে তাঁর 'চিত্র-চেহারাটি' অনেকটা যান্ত্রিকতায় উপনীত হয়েছে, তাই তাদের ব্যাখ্যার অবকাশ অনস্বীকার্য। প্রথমত, বৃত্তের অভ্যন্তরীণ 'আনুভূমিক ব্যবধান-মাত্রা'র (horizontal bar) প্রসঙ্গে আসা যাক। সোস্যুর মূলত এই মাত্রাটি ব্যবহার করেছেন দ্যোতক ও দ্যোতিতের মধ্যকার স্বাতন্ত্র্য বা পার্থক্য বোঝাতে। কেননা, দ্যোতক ও দ্যোতিতের প্রকৃতি ও স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হতে হলে এ ধরনের পৃথকীকরণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই এটিকে দ্যোতক-দ্যোতিতের 'পার্থক্যসূচক মাত্রা'ও বলা যেতে পারে, সেটি আনুভূমিকভাবে স্থাপিত হয়েছে। তবে সোস্যুর এ সম্পর্কে আমাদের এ তথ্যও প্রদান করছেন যে যদিও দ্যোতক ও দ্যোতিতের মাঝখানে এ ধরনের একটি পার্থক্যসূচক মাত্রা ব্যবহার দ্বারা এদের আপাত স্বাতন্ত্র্যকে নির্দেশ করা হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে একটি চিহ্নে এরা অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে, যেমন অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে একটি পাতার দুটি পৃষ্ঠা (Saussure, 1983 : 111)। অন্যদিকে দ্যোতক-দ্যোতিতের বর্ণনা-চিত্রে বৃত্তের বাইরে দুইপাশে দুটি তীর ব্যবহারের মাধ্যমে সোস্যুর মূলত দ্যোতক ও দ্যোতিতের মধ্যকার সম্পর্ককেই নির্দেশ করছেন। Danial Chandler এ প্রসঙ্গে বলেন — He used the two arrows in the diagram to suggest their interaction (2002 : 21)।

২. চিহ্নের আর্বিট্রিক[৬] নীতি

একটি চিহ্নের আভ্যন্তর উপাদানসমূহ তথা দ্যোতক ও দ্যোতিতের মধ্যকার সম্পর্কটি সোস্যুরের চিহ্নতাত্ত্বিক মডেলের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। চিহ্নের দ্যোতক ও দ্যোতিত অর্থাৎ একটি বস্তুর ধারণা ও ধ্বনিমূর্তির মধ্যকার সম্পর্কটি সহজাত (intrinsic) নাকি আরোপিত বা খামখেয়ালিপূর্ণ (arbitrary) সে-বিষয়টি মীমাংসার জন্যই সোস্যুর তাঁর আর্বিট্রিক নীতি প্রহণ করেছেন। বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য আমরা পূর্বোল্লিখিত 'বই' নামক শব্দ ও বস্তুকে নিতে পারি। 'বই'য়ের কথা মনে হলে যে ধারণাটি আমাদের মাথার মধ্যে উপস্থিত হয় অর্থাৎ তার 'দ্যোতিত'টির সঙ্গে এটিকে আমরা যে নামে ডাকি, লিখি বা উচ্চারণ করি অর্থাৎ দ্যোতক 'বই'য়ের যে সম্পর্ক নির্ধারিত হয়েছে তা কি অচ্ছেদ্য ? অন্যভাবে বলতে গেলে 'বই'য়ের মস্তিষ্কপ্রসূত ধারণাটি আমাদের জানান দিচ্ছে যে, এটি জ্ঞান আহরণের একটি বস্তু; তাকে 'বই' নামে যেভাবে আমরা ডাকি বা লিখি এই ব্যবস্থাটি কি স্বতঃসিদ্ধ বা চূড়ান্ত? আজকে বাংলাভাষী আমরা সবাই যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে 'জ্ঞান আহরণের এই বস্তুটিকে' আমরা এখন থেকে 'কলম' নামে ডাকব বা লিখব, তাহলে পরবর্তী বাঙালি প্রজন্ম তাকে 'কলম' নামেই চিনবে, ডাকবে ও লিখবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, কোনো বস্তু-সম্পর্কিত মস্তিষ্কপ্রসূত ধারণা বা দ্যোতিতের সঙ্গে এর ধ্বনিমূর্তি বা দ্যোতকের সম্পর্কটি কোনো সহজাত, যৌক্তিক বা অচ্ছেদ্য সম্পর্ক দ্বারা আবদ্ধ নয়। এ সম্পর্কটি নিতান্তই দৈবাৎ ও আকস্মিক। সোস্যুর এটিকেই বলেছেন আর্বিট্রিক নীতি (arbitrary principle)। তাঁর মতে, জ্ঞান আহরণের বস্তুটিকে কেন আমরা 'বই' নামে ডাকি বা লিখি তার পেছনে কোনো যুক্তিসম্মত কারণ নেই, এটি নিতান্তই আকস্মিক এবং খামখেয়ালিপূর্ণ। সোস্যুর এক্ষেত্রে arbitrary শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। তার মানে বস্তুর দ্যোতক ও দ্যোতিতের সম্পর্কটি হচ্ছে পুরোটাই আবেগ-নির্ভর, অযৌক্তিক ও স্বেচ্ছাচারী। অধ্যাপক উদয়নারায়ণ সিংহ সোস্যুরের arbitrary শব্দের উপরিউক্ত অনুষঙ্গনির্ভর অর্থটি অর্থাৎ দ্যোতক ও দ্যোতিতের সম্পর্কটিকে বলেছেন 'অযথসম্বন্ধ'। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন, '...সোস্যুর বললেন এই সম্পর্ক আদৌ এমন যথাযথ সম্বন্ধ নয় — বরং এটি একেবারেই অযথসম্বন্ধ' (সিংহ, ১৯৯৬ : ১৬)।

এ প্রসঙ্গে দ্যোতক ও দ্যোতিতের সম্পর্কবিষয়ক সোস্যুরীয় নীতি পর্যালোচনার স্বার্থে আমরা 'জ্ঞান আহরণের বস্তু'টির অর্থাৎ 'বই'য়ের দ্যোতক বা ধ্বনিমূর্তিকে দুটি ভাষার দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করতে পারি। বাংলা ও ইংরেজি এই দুই ভাষাতেই 'বই'য়ের ধারণাটি অথবা দ্যোতিতটি অভিন্ন অর্থাৎ 'এটি জ্ঞান আহরণের বস্তু'। কিন্তু বাংলায় এটির দ্যোতক বা ধ্বনিমূর্তিটি হচ্ছে 'বই', অন্যদিকে ইংরেজিতে book। বস্তুর ধারণা অর্থাৎ দ্যোতিতের সঙ্গে এর ধ্বনিমূর্তি বা দ্যোতকের সম্পর্কটি যদি সহজাত, যৌক্তিক বা অচ্ছেদ্য হতো তবে বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষাতেই 'বই'য়ের দ্যোতিত বা ধারণাটি অর্থাৎ 'জ্ঞান আহরণের বস্তু'র দ্যোতক বা ধ্বনিমূর্তিটি অভিন্ন হতো ; বাংলা বা ইংরেজি উভয় ভাষাতে এটিকে হয় 'বই' অথবা 'book' নামে ডাকা বা লেখা হতো। ধারণা করা হয়, বস্তুসমূহের 'দ্যোতক' ও 'দ্যোতিতের' সম্পর্কটি অচ্ছেদ্য হলে পৃথিবীতে হয়ত বা একটি ভাষারই অস্তিত্ব থাকত। মূলত বস্তুর দ্যোতক ও দ্যোতিতের সম্পর্কটি খামখেয়ালিপূর্ণ বা

স্বেচ্ছাচারী অথবা আর্বিত্রিক হওয়ার কারণেই বস্তুর একই ধারণাকে ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকা হয় এবং ভাষার ভিন্নতাও এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে। W. Terrence Gordon বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে—

> The proof of arbitrariness is that when different languages came into existence they developed different signs, different links between SIGNIFIERS and SIGNIFIEDS. If the linguistic SIGN were not arbitrary, there could be only one language in the world. (Gordon, 2002 : 25)

তাহলে শব্দের দ্যোতক ও দ্যোতিতের সম্পর্কটি দাঁড়াচ্ছে মূলত খামখেয়ালিপূর্ণ বা আর্বিত্রিক। আর এদের এই আর্বিত্রিক সম্পর্কটির কারণেই ভাষায় শব্দের ভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে, জন্ম লাভ করেছে বহুবিধ ভাষা। তবে শব্দের দ্যোতক-দ্যোতিতের আর্বিত্রিকতা সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি যত না ব্যক্তিক, তার চেয়ে অধিক সামষ্টিক ও যৌথ। ব্যতিক্রম ছাড়া কোনো ব্যক্তি তার নিজস্ব ইচ্ছা-অনিচ্ছার ভিত্তিতে এই আর্বিত্রিকতার সম্পর্কের দ্বারা সংশ্লিষ্ট বস্তুর ধারণার জন্য ধ্বনিমূর্তি অর্থাৎ নতুন শব্দ তৈরি করতে পারে না। কেননা একবার যখন আর্বিত্রিক সম্পর্কের মাধ্যমে কোনো বস্তুর ধারণার জন্য একটা শব্দ তৈরি হয়, তখন সেটা এক ধরনের স্থায়ীরূপ পেয়ে যায় এবং অনেকদিন ধরে চলমান থাকে। এভাবে ভাষার মধ্যে একটা স্থিতাবস্থা বজায় থাকে। তবে কোনো মহান সাহিত্যিক বা প্রতিভাবান লেখক যদি বস্তুর শব্দরূপের দ্যোতক ও দ্যোতিতের প্রচল আর্বিত্রিক সম্পর্কটি ভেঙে ধারণাটির জন্য নতুন ধ্বনিরূপ তৈরি করতে চান, অথবা প্রচলিত ধ্বনিরূপের জন্য নতুন ধারণার জন্ম দিতে আগ্রহী হন তবে তিনি ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা অভিরুচিকে যত না প্রধান্য দেন, তার চেয়ে অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন সাংস্কৃতিক বা ঐতিহাসিক রীতির উপর, পাশাপাশি সামাজিক সিদ্ধান্ত এবং প্রথাবদ্ধতাও এক্ষেত্রে কাজ করে (সিংহ, ১৯৯৬; হোসেন, ২০০১ : ৪৯ ; Chandler, 2002 : 31)।

তবে বস্তু বা শব্দের দ্যোতক-দ্যোতিতের আর্বিত্রিকতার সম্পর্কটিও নানা কারণে পরিবর্তনীয়। অর্থাৎ বিভিন্ন শব্দ বা ধারণার দ্যোতক-দ্যোতিতের সম্পর্ক সময়ের তাগিদে নতুন ভাবনার রূপদানের প্রয়োজনে পরস্পর স্থান বদল করতে পারে, অথবা নতুন দ্যোতক বা দ্যোতিতকেও গ্রহণ করতে পারে। স্বভাবতই জীবনের প্রয়োজনে প্রতিনিয়ত নতুন চিন্তা বা ভাবনা জন্ম লাভ করে। আর এসব ভাবনাকে বস্তুরূপ দেওয়ার জন্য প্রয়োজন হয় নতুন দ্যোতকের। অন্য পরিক্রমায়, পুরনো দ্যোতককে নতুন ভাবনায় জারিত করাও মানুষের সৃষ্টিশীলতার অনন্য উদাহরণ। এক্ষেত্রে পুরনো দ্যোতকটিকে এক রকম বাধ্য করা হয় নতুন দ্যোতিত গ্রহণ করতে। আবার এমনও হতে পারে যে, সময়ের বিবর্তনে অনেকগুলো বস্তু বা শব্দের দ্যোতক-দ্যোতিতগুলো পরস্পরের মধ্যে স্থান পরিবর্তন করে একে অন্যের ধারণা বা ধ্বনিমূর্তিকে গ্রহণ করেছে। ফলে বিভিন্ন ভাষা-ভাষীর কাছে এদের নতুন করে চিহ্নায়ন ঘটে। স্মরণযোগ্য যে, শব্দের দ্যোতক-দ্যোতিতের সম্পর্কটি মূলত আর্বিত্রিক হওয়ার কারণেই মানুষের অসীম ভাব, কল্পনা বা ধারণাকে বিভিন্ন ভাষার সসীম ধ্বনিমূর্তি দিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব হয়। এ ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষার 'mouse' শব্দটির উদাহরণ আনা যেতে পারে। ইংরেজি ভাষার 'mouse' ধ্বনিমূর্তি বা দ্যোতকটির প্রচলিত 'ধারণা' বা

দ্যোতিতটি হচ্ছে 'চতুষ্পদ ক্ষুদ্রাকার ক্ষতিকর একটি প্রাণী'। কিন্তু বর্তমান একবিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তিনির্ভর এই পৃথিবীতে 'mouse' নামক দ্যোতকটি আরেকটি ধারণা বা দ্যোতিত যেমন 'কম্পিউটার চালনাকারী ইঁদুর আকৃতিসদৃশ ক্ষুদ্রাকার যন্ত্রাংশকে'ও গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ 'mouse' ধ্বনিমূর্তিটি যদি প্রথমোক্ত ধারণা বা দ্যোতিত অর্থাৎ 'চতুষ্পদ ক্ষুদ্রাকার প্রাণী'কে আর্বিত্রিকভাবে সম্পর্কিত না করে যোক্তিকভাবে করত, তাহলে এটি আর পরবর্তী দ্যোতিত ধারণাটিকে গ্রহণ করতে পারত না (Gordon, 2002: 30)।

কোনো বস্তু বা শব্দের দ্যোতক-দ্যোতিতের সম্পর্কবিষয়ক আর্বিত্রিকতা নীতিই শেষ কথা নয়। সোস্যুরের মতে, বিভিন্ন ভাষার শব্দসমূহের দ্যোতক-দ্যোতিত শুধু আর্বিত্রিকতার নীতিতেই সম্পর্কিত নয়, এদের মধ্যে কিছুটা হলেও যৌক্তিকতার সম্পর্কও বিদ্যমান। উদাহরণ হিসেবে বিভিন্ন ভাষার যৌগিক শব্দের (compound word) কথা বলা যেতে পারে। যেমন বাংলা ভাষার একটি যৌগিক শব্দ যথা 'প্রধানশিক্ষক' শব্দ উল্লেখ করা যায়। 'প্রধান' ও 'শিক্ষক' এই দুই শব্দে গঠিত 'প্রধানশিক্ষক' ধ্বনিমূর্তি বা দ্যোতকটি মূলত 'শিক্ষাদানকারীদের নেতা' এই ধারণা — দ্যোতিতকেই যৌক্তিকভাবে তুলে ধরছে। এক্ষেত্রে আর্বিত্রিকভাবে দ্বিতীয় কোনো ধারণা বা দ্যোতিত প্রযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটা কম।

৩. চিহ্নের অর্থময়তা ও তাৎপর্য

সামাজিক সিস্টেমের মধ্যেই চিহ্নের বিকাশ ও আবর্তন। সংশ্লিষ্ট সমাজ ও সামাজিক অনুষঙ্গগুলো ঘিরেই চিহ্নগুলো অর্থময় ও তাৎপর্যমণ্ডিত। তবে প্রতিটি চিহ্নের নিজস্ব অর্থময়তা নির্দিষ্ট হয়ে আছে অন্য চিহ্নের সঙ্গে পৃথকীকরণ নীতির কারণে। এই পৃথকীকরণ নীতিই যাবতীয় চিহ্নকে পৃথক সত্তা দান করেছে এবং ভাষাকে করে তুলেছে অর্থময়। 'কুকুর' আমাদের কাছে এজন্য অর্থমণ্ডিত যে, সে 'মুগুর' নয়। অর্থাৎ 'কুকুর' শব্দের 'ধারণা' ও 'ধ্বনিমূর্তি' আমাদের কাছে যে অর্থবোধ্যতা দান করে, 'মুগুর' শব্দের 'ধারণা' ও 'ধ্বনিমূর্তি' তার চেয়ে পৃথক অর্থ সরবরাহ করে। এভাবে প্রত্যেকটি শব্দ তথা চিহ্ন অর্থময় হয়ে আছে একে অন্য থেকে পৃথক ধারণা নিয়ে। শব্দের অর্থ মূলত অলৌকিক মহিমা বা লৌকিক আদেশ-নির্দেশ সম্পৃক্ত আরোপণের ফল নয়, বরং সমাজ-সিস্টেমের মধ্যে ক্রিয়াশীল চিহ্নসমূহের স্বতঃস্ফূর্ত পার্থক্যের ফলাফল। অবশ্য সোস্যুর এক্ষেত্রে 'পার্থক্য' (difference) শব্দের চেয়ে 'স্বতন্ত্র'টি (distinct) ব্যবহার করতে অধিক আগ্রহী (chandler, 2002 : 25)। তাঁর মতে, অর্থদ্যোতনা সৃষ্টির জন্য একটি চিহ্ন অন্য চিহ্ন থেকে যত না পার্থক্যমণ্ডিত তার চেয়ে অধিক এরা নিজেরা স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র।

চিহ্নের অর্থময়তার জন্যে দুটি চিহ্ন বা চিহ্নসমূহের পৃথকীকরণ নীতি বা এদের 'স্বতন্ত্র' গুণ যেমন অপরিহার্য, তেমনি এদের সমাজসংশ্লিষ্টতার বিষয়টিও অনস্বীকার্য অর্থাৎ চিহ্নগুলো প্রকৃতই অর্থময় হয়ে ওঠে একটি সমাজে অঙ্গীভূত হওয়ার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ভাষাভাষীর সুদীর্ঘ চর্চা ও অভ্যাসের দ্বারা। ওই সমাজের বাইরে ভিন্ন প্রতিবেশে এরা অর্থহীন ও অচল। প্রাণী 'কুকুর' ও এর ধারণাটি সমগ্র বিশ্বে সুপরিচিত হলেও 'কুকুর' ধ্বনিমূর্তিটি বাংলাভাষী অঞ্চল ব্যতীত অন্যত্র অর্থহীন। বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য সোস্যুর

দাবার গুটি ও ছকের আশ্রয় নিয়েছেন। দাবার বোর্ড বা ছকের বাইরে গুটিগুলো অচল ও অর্থহীন। কিন্তু ঐ বোর্ডের মধ্যে এগুলি বেশ তাৎপর্যমণ্ডিত। একটি সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক ও তাৎপর্যের দ্বারা এগুলোকে চালনা করা যায় অনায়াসে এবং অর্থময় দ্যোতনাও ঘটে এতে। তবে দাবার বোর্ডে এগুলি অবশ্যই সমান গুরুত্বে আসীন নয় বা অভিন্ন তাৎপর্যে মণ্ডিত নয়। এখানে এগুলির প্রত্যেকেরই একটা নিজস্ব অবস্থানগত তাৎপর্য রয়েছে, যার দ্বারা এরা পরস্পরের সঙ্গে অর্থময় সংজ্ঞাপন গড়ে তুলেছে। সংশ্লিষ্ট সমাজের চিহ্নসমূহও ঐ দাবার গুটি ও ছকের মতো অভিন্ন প্রক্রিয়ায় সম্পর্কিত। চিহ্নগুলো ঐ সমাজে নিজস্ব গুরুত্ব ও জটিল গ্রন্থন প্রক্রিয়ায় গড়ে তুলেছে পারস্পরিক সম্পর্ক। সোস্যুরীয় পরিভাষায় বিষয়টিকে বলা যেতে পারে চিহ্নের 'তাৎপর্য' (value)। সোস্যুর বলেছেন, সংশ্লিষ্ট সমাজ-সিস্টেমের চিহ্নসমূহ পরস্পর পরমবন্ধনে আবদ্ধ এবং এই পরমবন্ধনের যোগফলেই গড়ে উঠেছে এক একটি ভাষা সিস্টেম। সোস্যুর সমাজের চিহ্নসমূহ পরমবন্ধনকে দেখিয়েছেন নিম্নোক্ত চিত্রে:

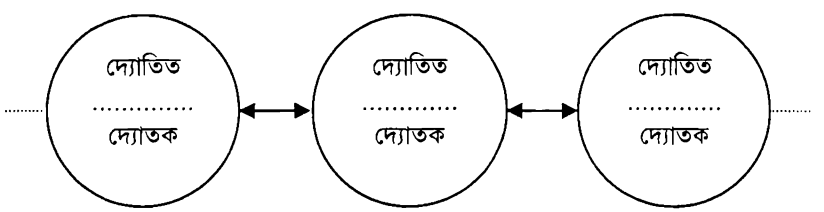

চিত্র : ৫

সোস্যুরকৃত সমাজ-সিস্টেমে চিহ্নের তাৎপর্যের স্বরূপটি অবহিত হওয়ার জন্য চিহ্নায়নের (signification) সঙ্গে এর যে ভেদরেখা বিদ্যমান, তা ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে। সমাজে চিহ্নের চিহ্নায়ন ঘটে থাকে পরমবন্ধন দ্বারা স্থিত চিহ্ন-সিস্টেমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভাষাভাষীর সম্পর্কের দ্বারা। আর একই ভাষার বিভিন্ন অঞ্চলে অথবা বিভিন্ন ভাষায় অভিন্ন 'ধ্বনিমূর্তি' বা দ্যোতকের সম্পর্কের যখন মাত্রা ভেদ ঘটে, তখন তা পরিগণিত হয় চিহ্নের তাৎপর্যরূপে। সোস্যুর এ সম্পর্কিত উদাহরণের জন্য 'mouton' শব্দটি উল্লেখ করেছেন। ফরাসি ভাষায় 'mouton' শব্দের চিহ্নায়ন হচ্ছে ইংরেজি 'sheep' বা ভেড়ারূপে। কিন্তু ইংরেজি ভাষায় mouton শব্দটির চিহ্নায়ন সমান তাৎপর্যমণ্ডিত নয়। ইংরেজিতে 'mouton' বলতে 'ভোজনের জন্য প্রস্তুত ঐ প্রাণীর মাংস' বুঝিয়ে থাকে। ফলে একই 'ধ্বনিমূর্তি' বা দ্যোতকের ভিন্নমাত্রিক তাৎপর্যটি সম্পন্ন হয়ে থাকে প্রধানত বিভিন্ন ভাষায় বা সমাজ-সিস্টেমে চিহ্নের বিপরীতমুখী পরমবন্ধন সম্পন্ন হওয়ার পাশাপাশি এদের মধ্যেকার সম্পর্কের বিচিত্র টানাপড়েনের কারণে। একইভাবে শব্দের বিভিন্ন মাত্রিক পরমবন্ধন এবং নানাবিধ টানাপড়েনের জন্য একই ভাষার বিভিন্ন উপভাষার মধ্যে অভিন্ন শব্দের বিভিন্ন তাৎপর্য পরিলক্ষিত হয় এবং অর্থের রকমফের ঘটে।

সর্বোপরি, ইউরোপীয় চিহ্নতত্ত্ব ঘরানার জনক ফার্দিন্যা দ্য সোস্যুর আধুনিক বৈশ্বিক বৌদ্ধিক পরিমণ্ডলে সর্বোচ্চ প্রভাববিস্তারী পুরুষ হিসেবে বিবেচিত। কেননা চিহ্নের সংগঠন কল্পনায় তিনি দ্যোতক-দ্যোতিত সমন্বিত যে সাংগঠনিক তত্ত্বচিন্তার অবতারণা করেছেন,

তা একাধারে চিহ্নতত্ত্বের শেকড়ের যেমন সন্ধান দিয়েছে, তেমনি অন্য দিকে কাঠামোবাদের (structuralism) বিকাশের ক্ষেত্রে ভিত্তিভূমি হিসেবে হয়ে উঠেছে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রণম্য।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. 'চিহ্নতত্ত্ব' ও 'চিহ্নবিজ্ঞান' — দুটিই চিহ্নের বৈজ্ঞানিক আলোচনার শাস্ত্র হিসেবে সমানভাবে ব্যবহৃত। তবে ইউরোপীয় চিহ্নতত্ত্ব ঘরানার জনক সোস্যুর এ জন্যে Semiology শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এখানে Semiology-র বাংলা রূপান্তর করা হয়েছে 'চিহ্নতত্ত্ব'। অন্যদিকে এ শাস্ত্রের আমেরিকান ঘরানার জনক পার্স Semiotics পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন— যার বাংলা পরিভাষা করা হয়েছে 'চিহ্নবিজ্ঞান'। বাংলায় এ দুটি পরিভাষা চয়ন করার ক্ষেত্রে ধ্বনিবিজ্ঞানী প্রফেসর মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের Phonology ও Phonetics-এর বাংলা রূপান্তর সম্পর্কিত পরিভাষার সাদৃশ্যের সহায়তা নেয়া হয়েছে। কেননা তিনিই প্রথম Phonology এবং Phonetics-এর বাংলা পরিভাষা করেছেন যথাক্রমে 'ধ্বনিতত্ত্ব' ও 'ধ্বনিবিজ্ঞান'। উল্লেখ্য, বর্তমানে পশ্চিমা দুনিয়ায় চিহ্ন সম্পর্কিত শাস্ত্র হিসেবে Semiology পরিভাষাটি প্রায় বর্জিত হয়েছে। এর পরিবর্তে Semiotics শব্দটি অনেক বেশি জনপ্রিয় ও পরিচিত। একই কারণে বাংলায়ও সাধারণভাবে 'চিহ্নতত্ত্বে'র পরিবর্তে 'চিহ্নবিজ্ঞান' পরিভাষাটি ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এই প্রবন্ধটি যেহেতু সোস্যুর প্রবর্তিত চিহ্নবিষয়ক তত্ত্বের আলোচনা, তাই এতে 'চিহ্নতত্ত্ব' পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়েছে।

২. আমেরিকার চিহ্নতাত্ত্বিক ঘরানার জনক 'পার্স'-এর ইংরেজি বানানটি হচ্ছে— Peirce। ফলে বাংলা ভাষী অঞ্চলে তাকে 'পীয়র্স' বা 'পীয়ার্স' নামেও ডাকা হয়। কিন্তু খোদ মার্কিন মুল্লুকেই তিনি 'পার্স' উচ্চারণে পরিচিত।

৩. Semiology শব্দটি আদিতে ফরাসি দেশে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অংশ ছিল। তখন রোগের উপসর্গ বিষয়ক শাস্ত্র ছিল এটি। কেননা রোগের উপসর্গ বিচার করতে গেলে রোগীর শরীর-সংশ্লিষ্ট রোগের চিহ্ন বা লক্ষণ দেখেই তা করতে হতো। [এ বিষয়ে অধিক জানার জন্য দেখুন 'সেমিওলজি ও ঈশ্বর' — শিশির ভট্টাচার্য্য। প্রবন্ধটি খন্দকার আশরাফ হোসেন সম্পাদিত 'একবিংশ' পত্রিকার নভেম্বর ২০০৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।]

৪. 'দ্যোতক' ও 'দ্যোতিত' পরিভাষা দুটি যথাক্রমে ইংরেজি 'signifier' ও 'signified' terms দুটির বহুলপ্রচলিত বাংলা অনুবাদ। তবে সোস্যুরকৃত এ দুটি পরিভাষার ফরাসি শব্দ হচ্ছে যথাক্রমে — 'signifiant' ও 'signifie'। বাংলাভাষী অঞ্চলে এ দুটি পরিভাষার আরও রূপভেদ (দ্যোতক) যেমন 'চিহ্নক' 'চিহ্নিত' বা 'অর্থক' 'অর্থিত' ইত্যাদিও প্রচলিত আছে।

৫. দ্যোতক-দ্যোতিতসম্পর্কিত সোস্যুরকৃত চিত্রটি Daniel Chandler তাঁর *Semiotics the Basics* গ্রন্থে পরিমার্জিত রূপে প্রকাশ করেছেন। এই প্রবন্ধের ৪ নং চিত্রে Chandlerকৃত পরিমার্জিত রূপটিই দেখানো হয়েছে।

৬. সোস্যুর কর্তৃক ব্যবহৃত 'arbitrary' শব্দের বাংলা পরিভাষা হিসেবে এখানে শিশির ভট্টাচার্য্যের (২০০৩) অনুসরণে 'আর্বিত্রিক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এটি মূলত সংস্কৃতের অনুকরণে ইংরেজিজাত তদ্ভব রূপ।

গ্রন্থপঞ্জি

১. আজাদ, হুমায়ুন, ১৯৯৮, *তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী।

২. ভট্টাচার্য্য, শিশির, ২০০৩, সেমিওলজি ও ঈশ্বর, *একবিংশ* [সম্পা. খন্দকার আশরাফ হোসেন], ঢাকা : ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৮৫-১০৭

৩. হাজরা, আনন্দ ঘোষ, ২০০৩, *অবয়ববাদ থেকে উত্তরাধুনিকতা*, কলকাতা : মহাদিগন্ত।

৪. হোসেন, খন্দকার আশরাফ, ২০০১, সাহিত্যতত্ত্ব : পরিচয় কাঠামোবাদ ও চিহ্নবিদ্যা, *একবিংশ* [সম্পা. খন্দকার আশরাফ হোসেন], ঢাকা, ঐ, পৃ. ৪৪-৭৯ (এই প্রবন্ধটি মূলত Terry Eagleton-এর Literary Theory : An Introduction-এর খন্দকার আশরাফ হোসেন-কৃত অনুবাদ)

৫. সিংহ, উদয়নারায়ণ, ১৯৯৬, ফারদিনা'দ্য সোস্যুর, *মনন বিশ্ব পরিচয়* প্রথম খণ্ড [সম্পা. চিরঞ্জীব শুর]. কলকাতা : আলোচনা চক্র, পৃ. ৯-২০

৬. Barthes, Roland, 1973. *Elements of Semiology* [trans. Annette Lavers and Colin Smith], New York : Hill and Wang.

৭. Chandler, Daniel, 2002. *Semiotics the Basics*. London: Routledge.

৮. Eco, Umberto, 1986, *Semiotics and the Philosophy of Language*, Bloomington : Indiana University Press.

৯. Gordon, W. T. 2002, *Saussure for Beginners*. Chennai : Orient Longman.

১০. Saussure, F. de.1960. *Course in General Liuguistics* [trans. Charles Bally & Albert Sechehaye]. London. Peter Owen Limited.

১১. __ 1983. *Course in General Liuguistics* [trans. Roy Harris]. London. Duckworth.